গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
চবক শাখা

বিষয়ঃ মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩ (খসড়া) চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মোস্তফা কামাল সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	৩০-১১-২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য

সভাপতি সভার শুরুতেই উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মাতারবাড়ি বন্দর বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। গভীর সমুদ্র বন্দর হওয়ায় এখানে অনেক বড় বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে। মাতারবাড়ি বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুদৃঢ় connectivity স্থাপিত হবে। ষোল থেকে আঠারো মিটার ড্রাফট এর বড় বড় জাহাজ মাতারবাড়িতে ভিড়তে পারবে বলে বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশের বন্দরের সাথে সরাসরি এ বন্দরের connectivity স্থাপিত হবে। মাতারবাড়ি বন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ‘মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ’ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকল্পে “মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩” প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন।

০২। সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ‘মাতারবাড়ী চ্যানেল এর শুভ উদ্বোধন এবং মাতারবাড়ী ডীপ সী টার্মিনাল (Deep Sea Terminal) নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন’ করেন। মাতারবাড়িতে যদি ১৬ মিটার ড্রাফটের জাহাজের উপযোগী বন্দর নির্মাণ করা যায়, তবে পরিবহন ব্যয় আনুমানিক ১৫ শতাংশ হ্রাস পাবে। এ ছাড়া বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক বিনিয়োগ হবে, নতুন গতি আসবে সারা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে। এ বন্দরকে কেন্দ্র করে নিকটবর্তী এলাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন দেখা দেবে। মাতারবাড়ীতে আল্ট্রা ক্রিটিক্যাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং অন্যান্য অবকাঠামোসহ নির্মাণ করা হচ্ছে বাণিজ্যিক সমুদ্র বন্দর। ফলে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হবে; বাড়বে উৎপাদনশীলতা। আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে রাজস্ব আয়ও বাড়বে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। তেল-গ্যাস ও অন্যান্য সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। এতে করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দুই/তিন শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা যায়।

০৩। সভাপতি আরও বলেন, নদী পথে মাতারবাড়ী থেকে লাইটার বা ফিডার জাহাজে করে সহজে পণ্য পৌঁছে যাবে চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা, পানগাঁও বা অন্যকোনো নদীবন্দরে। মাতারবাড়ী বাণিজ্যিক বন্দর পুরো দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসাবে বিবেচিত হবে।

০৪। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মাতারবাড়ী বন্দর অন্য যেকোনো আঞ্চলিক বন্দরের তুলনায় ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের চাহিদা পূরণে অধিকতর সুবিধা প্রদান করবে। বিপুল সংখ্যক দেশ এ বাণিজ্যিক বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। ভারতের সেভেন সিস্টার্স (উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য), কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর, মায়ানমার এবং স্থলবেষ্টিত দেশ নেপাল ও ভূটান তাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এ বন্দর ব্যবহারে আকৃষ্ট হবে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর-

পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের কারণে আশিয়ান ও উপসাগরীয় দেশগুলোরও এ বন্দর ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ এসব দেশের সঙ্গে কার্যকর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে সব পক্ষই লাভবান হবে। সব মিলিয়ে মাতারবাড়ী সমুদ্র বন্দর দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ গেটওয়েতে পরিণত হবে।

০৫। অত:পর সভাপতি মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২৩ এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে উপস্থিত সকলকে মূল্যবান মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

০৬। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের পর এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (চবক) মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩ (খসড়া) উপস্থাপন করেন। এরপর সভায় আগত উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত খসড়া আইনের ০৭ ধারায় কিছু সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ৭(১)(ক) ধারায় "সরকার একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করিবে এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সকল সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত হবে" মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

০৭। ৭(৩)(ক) ধারায় খন্ডকালীন সদস্যগণ, ক্ষেত্রমতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদায় নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তাদের মধ্যে হইতে নিযুক্ত হইবেন মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিনি সার্বক্ষণিক সদস্য ০৪ (চার) জন করার প্রস্তাব করেন। সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সদস্য (অপারেশন), সদস্য (ইঞ্জিনিয়ারিং), সদস্য (প্রশাসন) ও সদস্য (অর্থ) হিসেবে বিবেচিত হবেন।

০৮। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণ মূল্যবান মতামত/পরামর্শ পেশ করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ ও যুগ্মসচিবগণ ও খসড়া আইনের বিভিন্ন ধারা উপধারায় কিছু সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনের বিষয়ে লিখিত মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হবে। মতামত প্রাপ্তির পর সমন্বয় করে পুনরায় একটি খসড়া প্রণয়ন করা হবে। অত:পর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২৩ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

০৯। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উপস্থিতি: পরিশিষ্ট 'ক'।

মোঃ মোস্তফা কামাল
সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০২১.২২.০০২.২৩.২৮৩

তারিখ: ২ পৌষ ১৪৩০
১৭ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৫) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৬) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৭) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৮) সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৯) সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
১০) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১১) সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়
১২) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৩) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সচিব), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৬) সচিব, অর্থ বিভাগ
১৭) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
১৮) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৯) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
২০) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২২) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৩) অতিরিক্ত সচিব, বন্দর অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৪) অতিরিক্ত সচিব, সংস্থা-২ অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৫) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৬) অতিরিক্ত সচিব, সংস্থা-১ , নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৭) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৮) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩০) যুগ্মসচিব, মোবক অধিশাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩১) যুগ্ম সচিব , চবক অধিশাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩২) যুগ্মসচিব, পাবক অধিশাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩৩) যুগ্মসচিব, বিএসসি অধিশাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩৪) যুগ্ম সচিব, টিএ অধিশাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩৫) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিব এর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩৬) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নজরুল ইসলাম আজাদ
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)